15

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 4 AUG 1996
পৃঃ ৭ কলাম ... ২

শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ

■ সাজেদা এনায়েতুল্লাহ্ শাম্মী ■

'শিক্ষা' বলতে সেই প্রক্রিয়া বুঝায় যার মাধ্যমে সমাজে স্বীকৃত উপায়ে ব্যক্তির প্রবণতা ও আচরণ পরিমার্জিত করে ব্যক্তির জীবনে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস চলে। শিক্ষা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ক্ষমতা বিকশিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে তুলে। পরিবেশ, প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার সজ্ঞা আবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষা হয়েছে এখন জীবনভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক ও উৎপাদনমুখী, এখন শিক্ষার ধারণা মানুষের সমগ্র জীবনের সাধনা দাবী করে। শিক্ষার এই সাধনার ক্ষেত্রে পরিবেশ এক অপরিহার্য উপাদান। যে সকল ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, ঘটনা অবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর উদ্দীপনা, গুণগত মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করে সেসব কিছুর সমন্বয়েই শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরিবেশ কেবলমাত্র বস্তুনির্ভর, মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক না হয়ে মিশ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে শিক্ষা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষক যেখানে নিজেই পরিবেশের নির্মম শিকার সেখানে কিভাবে তারা কলুষিত শিক্ষা পরিবেশকে কলুষমুক্ত করবেন? বিশ্বসমাজ, আপন পারিপার্শ্বিকতা যখন নানা মত ও আদর্শ এবং নানা রাজনৈতিক মতার্দশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অস্থির ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন শিক্ষাঙ্গনে প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীবৃন্দের দৃষ্টি ও মনোযোগ কেবলই অধ্যয়ন নামক তপস্যায় নিবদ্ধ রাখার দাবী পূরণ করা শিক্ষকের পক্ষে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস বৈকি? শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই আজ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির অদৃশ্য টানাপোড়েনে বিচলিত। কাজেই বিচলিত শিক্ষকের পক্ষে সামগ্রিক পরিবেশের অস্থিরতাকে সুস্থির করে তোলা কি এককভাবে সম্ভব?

আদর্শের বাণী যখন কেবলই পুস্তকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকে, শিক্ষার্থীর পরিচিত জগতে উচ্চারিত বা আচরণে প্রতিফলিত হয় না, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-ভিন্ন আর্দশের ধারক দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিভক্ত আনুগত্য প্রদর্শনের চেষ্টায় শিক্ষার্থী নিজেকে পীড়িত করে। সেই শিক্ষার্থীর সুশিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত শিক্ষক যখন জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হন বা ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তুলনামূলক যোগ্যতাসম্পন্ন অপর ব্যক্তির আয়ত্তাধীন সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়নে নিজেকে অনুকম্পাভোগীর পর্যায়ভুক্ত মনে করেন তখন তিনিও ভোগের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অবদমনের মর্মপীড়ায় ভোগেন, স্বভাবতঃই তার চারিত্রিক নিষ্ঠা এবং পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গীও দুর্বল হয়ে উঠে। শিক্ষকও আজ পরিস্থিতির শিকার, পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিক্ষক কিভাবে পরিবেশের বিরূপ প্রবণতা রোধ করবেন। শিক্ষকের অনাড়ম্বর জীবন ও মহৎচিন্তার অনুকূল পারিবারিক আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা এক সময় ছিল, তবে এখন নেই, এখন অধিকাংশ শিক্ষক নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যভুক্ত যেখানে জীবনসংগ্রাম তীব্র। নিজের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন ও দাবী মেটাতেই আজকের শিক্ষক বিব্রত ও বিভ্রান্ত। যার ফলে শিক্ষকের একাগ্রতা আজ খণ্ডিত। তার শ্রম ও সময় শিক্ষাঙ্গনে নিয়োজিত করার পরেও তার সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জীবিকার তাগিদেই তাকে প্রাইভেট টিউশন কাজে নিয়োজিত করতে হচ্ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক স্পর্শকাতর হয়ে উঠাও স্বাভাবিক, কিন্তু এদিকটা যত না বড় করে দেখা হচ্ছে তার চেয়ে অধিকতর খাটো করে দেখা হচ্ছে শিক্ষকের পেশাগত উন্নতি ও মর্যাদার দিকটি। শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীর মত পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অবর্তমানে জীবন এখানে বদ্ধ পানির মত গতিহীন। এতেও শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সংহত একাগ্রতার অভাবে শিক্ষক তার সামগ্রিক পরিবেশের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে নিতান্তই অসহায়।

শিক্ষার একটি লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষকের আচরণ পরিবর্তনে স্বল্প পরিমাণে হলেও সহায়তা করে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের বাস্তব পরিবেশে সে পরিবর্তিত আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ খুবই সামান্য। সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করেন যে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তাত্ত্বিক জগৎ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবহারিক জগৎ দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায়, প্রশিক্ষণের প্রভাব শিক্ষার পরিবেশকে স্পর্শও করে না। কাজেই শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবস্থা সৃষ্টি করা অপরিহার্য।

শিক্ষক প্রশিক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু ও গ্রহণকারী শিক্ষকের আচরণ ধনাত্মক প্রভাবিত করে। পরবর্তীতে শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীকে আচরণ পরিমার্জনে ও শিক্ষণীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে প্রভাবিত করে। শিক্ষক-প্রশিক্ষককেও তার স্বীয় পেশার পরিবর্তনশীল, উদ্ভাবনীমূলক সংযোজিত প্রক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হয়. শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞানান্বেষণের প্রক্রিয়া ক্রমাগত ধনাত্মক ধাবমান গতিতে চললে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে রাখতে চাইলে শিক্ষক প্রশিক্ষকের জন্যও অবিরাম শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাগত উন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবিরাম শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তা নিতান্তই অপ্রতুল। প্রশিক্ষণ শেষে পুরাতন কর্মস্থলে যোগদানের অনিশ্চিয়তা, প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে আর্থিক সুবিধাদানে অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নবদিগন্তে উন্মোচিত করতে পারছে না। যোগ্যতম ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্নমুখী সুযোগ-সুবিধা প্রদানেও রয়েছে আমাদের ব্যর্থতা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যেই প্রয়োজন। গবেষণা উপযোগী সুযোগ-সুবিধা আমাদের কম, উৎসাহ কম, অধিকন্তু গবেষণার জন্য প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষতাও প্রায় অনুপস্থিত। গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সীমিত সুযোগ ও সামর্থ্য আমাদের আছে তার সম্প্রসারণ ও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা গেলে বহুসংখ্যক উৎসাহী শিক্ষকের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং তাদের মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা সম্ভব। এই অনুসন্ধিৎসা ও দৃষ্টিভঙ্গী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জগতের আদর্শগত ব্যবধান কমিয়ে আনতে অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিবেশের বাস্তবতার মিলন ঘটাতে সাহায্য করতে পারে এবং একদিন বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টি সম্ভব করে তুলতে পারে।

শিক্ষা পরিবেশ বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশেরই অংশ। বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে বিরাজমান দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক কোন্দল, অস্থিরতা আমাদের শিক্ষা পরিবেশকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এ সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হলে সমাজের প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে দৃঢ়চেতা অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের স্কন্ধে সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে নিষ্কলুষ, নির্ঝঞ্ঝাটি ভাবার দিন ফুরিয়ে গেছে। নিজের উদ্ভাবনশীলতা ও পরিকল্পনা দিয়ে মানুষ চিরকালই তার প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করার চেষ্টা করে আসছে। আমাদের লক্ষ্য যদি সুনির্দিষ্ট হয়, আদর্শ যদি সঠিক ও বাস্তবসম্মত হয় এবং মনোবল যদি সুদৃঢ় হয়, তাহলে আমাদের যাবতীয় প্রতিকূলতাকে জয় করা সহজ হবে। □